

## বৈশাখী হলোড' জমজমাট বর্ষবরণ

■ ওহাইও সংবাদ  
বৈশাখী হলোড' ১৪৩১ অনুষ্ঠিত হয় ব্রেভন উড'স মেট্রো পার্কে। জমজমাট এ অনুষ্ঠান শুরু হয় গত ৪ মে (শনিবার) সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। দেশীয় সব খাবার দিয়ে অতিথিদের অ্যাপায়ন করা হয়। বৈশাখী আহার হয় বেলা ১২টায়। অনুষ্ঠানে প্রবেশের জন্য কোনো ফি ছিল না, তবে প্রতিটি পরিবার একটি করে খাবারের ডিশ নিয়ে আসে।

সমবেত কণ্ঠে বর্ষবরণ সংগীত পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এখানে গানের পাশাপাশি ছিল নৃত্য পরিবেশনা, কবিতা আবৃত্তি, আরো ছিল শিশু ও বড়দের মন মাতানো ফ্যাশন শো ও ব্যান্ড পরিবেশনা।

বৈশাখী হলোড' অয়োজনে ছিলেন নাদিরা ইসলাম জামান, সাহানা জলি, শামা চৌধুরী, ফারজানা আজাদ হোসেন, ফারজানা জোবাইদা শামসুদ্দিন ও আসমা আক্তার।

বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ উদযাপন বাঙালির প্রাচীনতম ঐতিহ্য। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশে এই নববর্ষ উদযাপন পরিণত হয়েছে সর্বজনীন উৎসবে। আবহমানকাল ধরে বাংলার ঘরে ঘরে পালিত হচ্ছে বর্ষবরণের উৎসব। নতুন বছর মানেই সবার কাছে নতুনত্বের প্রেরণা, নতুনভাবে জেগে ওঠার কল্পনা। তাই পুরনো দিনের গ্রানি ভুলে নতুনভাবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদেই এ দিনটিকে আপন করে নিতে এ অয়োজন।

সবশেষে অয়োজক নাদিরা ইসলাম জামান আগত অতিথিদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



## Ahead of graduation, groups plan peaceful event at OSU following protests and arrests

■ Ohio sangbad

The Ohio chapter of the Council on American Islamic Relations (CAIR-Ohio) hosted a peaceful prayer event on OSU's campus Friday. The CAIR-Ohio chapter said the event is in response to the "recent attacks targeting students and community members while peacefully praying on the campus oval." The group said the event, hosted by Muslim Students Association at the Ohio State University, CAIR-Ohio and several masjid, would enable them to "reclaim their sacred space and stand in solidarity against hate and violence."



## OSU encampment protest against Israeli occupation and genocide

■ Ohio sangbad

I am reporting the encampment protest rally supporting Gaza on OSU campus held on Thursday, April 24, 2024. This protest has been spreading to many campuses globally largely by the students whose young minds hold high value for humanity.

On April 24, 2024 Palestinian members of the Ohio State University and supporters of Palestine, largely students with some (১১-এর পৃ: দেখুন)



## বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ওয়াশিংটন বাংলাদেশ দূতাবাসে বর্ণাঢ্য অয়োজন

■ ওহাইও সংবাদ

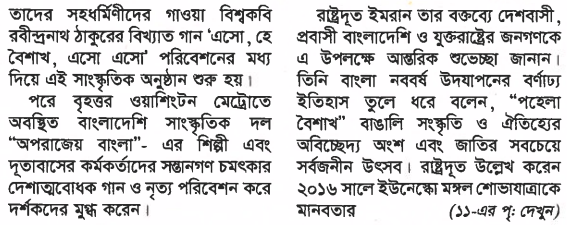
বাংলা নববর্ষ-১৪৩১ উদযাপন উপলক্ষে ওয়াশিংটন ডিসি বাংলাদেশ দূতাবাসে শনিবার (৪ মে) এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একই সাথে দূতাবাস "Passport DC's Embassy Tour 2024"-এর অংশ হিসেবে এক 'ওপেন হাউস' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে দূতাবাস প্রাঙ্গণ থেকে ঐতিহ্যবাহী 'মসল শোভাযাত্রা' বের করা হয় এবং মিশন সলয় বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণের পর একই স্থানে এসে শোভাযাত্রাটি শেষ হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের নেতৃত্বে দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্য এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা দেশীয় বাদ্যযন্ত্র, ঢোল, মুখোশ এবং বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী সরঞ্জাম নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান। বিশ্বব্যাপক বিকল্প নির্বাহী পরিচালক শরিফা খান এবং বিপুল সংখ্যক বিদেশী অতিথি ও প্রবাসী বাংলাদেশি আনন্দঘন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল একটি চমকপ্রদ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তা ও



## নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে লাল-সুবজ শাড়িতে বাংলাদেশকে উপস্থাপন

■ ওহাইও সংবাদ

নিউইয়র্ক সিটিতে বিশ্বখ্যাত টাইমস স্কোয়ারে 'শাড়ি গোজ গ্রোভাল' অনুষ্ঠানে অংশ নেন বাঙালিরা ৫ শতাধিক নারী। বিশ্বব্যাপী শাড়িকে সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিচিত করা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং তাঁত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশ ওয়েমেন ইন শাড়ি নামে যুক্তরাজ্যের একটি সংগঠন।

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শাড়ি পরা মহিলাদের নিয়ে টাইমস স্কোয়ারে একটি সন্মানের টাইমসের বিশেষ





## OSU encampment

(৮ পৃ: পর) faculty members, held a rally called "Ohio State Gaza Encampment" in the South Oval field in front of the Ohio Union from 5 pm. My colleague Prof. Pradhan, a strong supporter for Palestinians, Alburuj and I joined the rally. To counteract a small Israeli supporting group also came next to it and made noise. However, Palestinian group moved away from it. Police cars blocked College Road and made a fairly visible presence. Palestinians group of over 300 formed a circle locking arms to stop forced entry of the police and built 4 tents inside.

A male student started slogans and prayers at the same time with a microphone - protesting the ongoing Israeli genocide against Palestinians in Gaza and calling on OSU to divest from companies that aid in Israel's occupation. Israel has killed over 34,262 and wounded 77,229 Palestinians in Gaza and the West Bank, since October 7. The student did not make any insult or antisemitism comments. However, the police ordered not to use microphone. It also said tents were not allowed. Two Jewish students joined with peace and unity message. A muslim congress woman of the State came and spoke. The slogans for Palestine restarted after the Asr prayer and continued. The group remained in armed locked in a circle. We left, but went back again around 10 pm when number of students had increased to probably thousand. But OSU President made a larger presence of police with OSU police, Columbus Police, and state

troopers, and some snipers on Ohio Union with drones and guns.

They started to shout that the group was performing "criminal trespassing and all will be arrested". It ordered to leave the area by the 12th Ave. Rally remained armed locked until students inside did the prayer and close up the tents. But before they could finish the police came and started to capture the participants in a brutal manner and got about 41 arrested with hands tied downed in the back with ropes. There was a news helicopter flying on the top with high-lighted beam and photographers on the ground taking pictures. The police kept the students suffering in the hand-tied condition for hours and carried out stripped search before taking to jail. We walked around the High Street to come back to Astronomy Department. It is extremely terrible for the arrested students with criminal charge for committing no crime and

harming their education in the week of final exams. There are OSU groups who are campaigning for release of the students without any charge.

## বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে

(৮ পৃ: পর) একটি বিমূর্ত ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে। তিনি দেশপ্রেম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে জাতির সমৃদ্ধ ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিদেশের মাটিতে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

নাগরিক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা বাংলাদেশ দূতাবাসে পরিদর্শন করেন। এ উপলক্ষে অভিযোজিত করা হয়।

বঙ্গবন্ধু অভিতোয়ীয়ে জামানি ও টাঙ্গাইল শাড়িসহ বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের বেশ কয়েকটি স্টল স্থাপন করা হয়। দর্শনার্থীরা অতুল অগ্রহের সাথে পোস্টার, লিফলেট এবং বই সংগ্রহ করেন যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, মহান ভাষা আন্দোলন এবং উন্নয়নের পাশাপাশি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং দর্শনীয় পর্যটন স্থানগুলোকে তুলে ধরে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি আভাউর রহমান এবং এর সার্বিক সমন্বয়ে ছিলেন কাউন্সিলের ও দূতাবাস প্রধান শামীমা ইয়াসমিন সূতি।

## নিউইয়র্কের টাইমস

(৮ পৃ: পর) অনেক দেশ এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। নাজনীন হোসেন ও ড. সুবর্ণা খানের নেতৃত্বে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল এবং যুক্তরাজ্য থেকে আগত শতাধিক নারীর সমন্বয়ে বাংলাদেশ দল লাল-সুরঞ্জের সাজে, দেশীয় শাড়ি পরে, নেচে গেয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে। অলিম্পিক পারাডের আদলে পতাকা হাতে বিভিন্ন দেশ ঢালের তালে তালে টাইমস ক্যোয়ারের একটি অংশ প্রদক্ষিণ করে। বাংলাদেশ দলের পক্ষে রুবিয়া আজিজ ও তাহেরা কবির প্রাকার্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শাড়ির পরিচিতি তুলে ধরেন। ঢাকার জামানি ও মসলিন, রাজশাহী শিল্প, মিশপুর কাতান, নকশি কাঁথা, তাঁত/মণিপুর। কুচকাওয়াজ শেষে সব দেশ একের পর এক নৃত্য পরিবেশন করে। ঢাকা বাংলাদেশ গানটিতে বাংলাদেশ দলের নাচের পারফরম্যান্স দারুণ রিভিউ জিতেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের উচিত ঐতিহ্যবাহী শাড়িকে তাদের জীবনের একটি অংশ হিসেবে গ্রহণ করা।

## মুসলিমদের সঙ্গে

(৬-এর পৃ: পর) দক্ষিণের রাহাং শহরে ফুল আক্রমণে সহায়তা করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই দুটি সিদ্ধান্ত মার্কিন নীতিতে বিশাল এক পরিবর্তন। এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত বাইডেন প্রশাসন নিক, এটি আরব-আমেরিকান ও মুসলিম নেতারা কয়েক মাস ধরেই দাবি করে আসছিলেন। বাইডেন সেই বহুল কাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্ত নিলেন ঠিকই; কিন্তু ততক্ষণে গত ৭ মাসের ইসরায়েলি বর্বর হামলায় গাজার প্রাণ পেছে নিরীহ প্রায় ৩৫ হাজার মানুষের। যার প্রায় অর্ধেকই শিশু। হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা মুসলিম নেতাদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েল, হামাসসহ নানা পক্ষের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুদ্ধ বন্ধের জন্য কাজ করে গেছেন তারা। চল্লি বছর মিশিগানে শুরু হওয়া বাইডেনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-ডেটে আন্দোলনের অন্যতম নেতা আব্বাস আল্লাউইহ বলেছেন, 'আমাদের এই ঘোষণা অপর্যাপ্ত।' তাঁকে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। তবেই এটি তাৎপর্যপূর্ণ হবে।' হোয়াইট হাউসের এক মুখপাত্র আর্লি ব্রেটস বলেছেন, 'আমরা নীকার করি, এই ঘটনা অনেক সম্প্রদায়ের জন্য বেদনাদায়ক। এ কারণেই প্রেসিডেন্ট জিম্মি চুক্তি করতে কাজ করছেন। এতে অবিলম্বে টেকসই যুক্তিবিহীন হবে।' মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট অ্যান্টনি ব্লিংকেনও বিশিষ্ট আরব-আমেরিকান নেতাদের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা করছেন।

## যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত

(৬-এর পৃ: পর) করে রাষ্ট্রদূত করে তাকে ঢাকায় পাঠানো হবে। ডেভিড স্ট্রটস বর্তমানে বৈজিঞ্জিয়ে মার্কিন দূতাবাসে ডেপুটি চিফ অব মিশনের দায়িত্ব পালন করছেন। ২০২২ সালের ২৬ মার্চ থেকে এই পদে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি এর আগে ঢাকায় ডেপুটি মিশন প্রধান ছিলেন। জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক মিল বৈজিঞ্জিয়ে দায়িত্ব পালনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইকোনমিক ব্যুরোর ডেপুটি পরিচালক ছিলেন। জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক মিল বৈজিঞ্জিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগাঙ্কা নীতি ও বাস্তবায়ন বিভাগের পরিচালক ছিলেন তিনি।

১৯৯২ সালে মিনিস্টার কাউন্সিলের হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন তিনি। এরপর ওয়াশিংটনের ফরেন সার্ভিস ইনস্টিটিউটের লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্কুলের সহযোগী ডিন, ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টার ব্রিটিশ

## কোভিড-১৯ টিকার

(৬-এর পৃ: পর) ব্রিটিশ আদালতে জমা দেয়ার এক নথিতে আত্মজ্ঞেয়ক বলেছে, তাদের তৈরি করোনার টিকার কারণে টিটিএসের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। আদালতে নথি জমা দেবার পর গত ৩০ এপ্রিল এক বিবৃতিতে আত্মজ্ঞেয়ককার মুখপাত্র বলেছেন, যারা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন এবং যাদের শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়েছে, তাদের জন্য আমাদের সমবেদনা। রোগীদের সুরক্ষা আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। ভ্যাকসিনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যোগে নিরাপদে সবাই ব্যবহার করতে পারেন, সেটা সুনিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই ইউরোপে এই ভ্যাকসিন ব্যবহার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশেও এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ বন্ধ করার আবেদন জানানো হয়েছে। অক্সফোর্ড ও আত্মজ্ঞেয়ককার কোভিড-১৯ প্রতিকারকরণে যুক্ত ছিল ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট। করোনার এই টিকা নিয়ে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার অভিযোগ এসেছে অনেক। এই ব্যবহার্য্য মামলা পর্যন্ত গড়িয়েছে। আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে অনেক পরিবার।

## প্রথম রাজ্য হিসেবে

(৬-এর পৃ: পর) ২০ ঘণ্টা বেতনভুক্ত অসুস্থ সময় পাবেন। তিনি বলেন, মায়েরদের ১২ সপ্তাহের সম্পূর্ণ বেতনভুক্ত ছুটির সুবিধা রয়েছে। এছাড়া মেডিকেল এবং চাইল্ড লেখক স্ত্রীরা নথি ভুক্তদের জন্য গর্ভাবস্থা শেষ হওয়ার পরে পুরো ১ বছর পর্যন্ত প্রসবোত্তর কভারেজ বাড়ানো হয়েছে। প্রসবত, আগামী বাজেটে গর্ভবতী মা, ডায়াবেটিস রোগী এবং স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত নতুন আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে।

## উইন রোজারিও হত্যার

(৬-এর পৃ: পর) রাণা খয়ের ড্রয়ার থেকে কাচি বের করে পুলিশের দিকে নিক্ষেপের চেষ্টা করলে তার মা কাচি ছাড়িয়ে নেয়। পরবর্তীতে রোজারিও আরার পুলিশের দিকে তেড়ে আসলে পুলিশ তাকে নিবৃত্ত করতে রাবার বুলেট ছুড়ে মারে। এসময় রোজারিও পুলিশকে চলে যেতে চিৎকার করতে থাকে এবং পুলিশও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এসময় তার মা ও ভাই রোজারিওকে গুলি না করতে পুলিশের প্রতি বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও পুলিশ রোজারিওকে লক্ষ্য করে একাধিক রাউন্ড গুলি করে। মাত্র তিন মিনিটের মধ্যেই রোজারিওকে হত্যার ঘটনা ঘটে।

এদিকে এনওয়াইপিডি শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছে যে, রোজারিও নিহতের ঘটনায় জড়িত দুই পুলিশ কর্মকর্তার শিষ্ট ও আয়োজিত প্রত্যাহার পূর্বক তাদের 'পরিবর্তিত আ্যাসাইনমেন্ট'-এ রাখা হয়েছে এবং ঘটনাস্থতি তদন্তধীন রয়েছে।

অপরদিকে ভিডিওটি প্রকাশের পর শুক্রবার বিকেলে রোজারিওর পরিবার অবিলম্বে ঘটনার সময় দায়িত্বপালনকারী অফিসারদের বরখাস্ত এবং রোজারিওকে হত্যার অভিযোগে এ দুই অফিসারের বিচার দাবী করেছে। পরিবার বলেছে- রোজারিওকে হারানোর এক মাস সময় চলে গেছে, আমরা প্রতিনিয়ত তাকে মিস করছি। অপরদিকে ভিডিওটি প্রকাশের পর রোজারিও নিহতের ঘটনায় শুক্র বাংলাদেশী কমিউনিটি তীব্র কোভ প্রকাশ করেছে।

## যে কারণে কলম্বিয়া

(৬-এর পৃ: পর) নুহাও রয়েছেন। তিনি আরো জানান, গাজার ইসরায়েলের নির্বীচারণ গণহত্যার প্রতিবাদে আন্তর্জাতিকভাবে সম্মুখ সারির প্রতিবাদী হিসেবে কাজ করছেন তার মেয়ে নুহা। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে নুহার রুমমতো ও মিনেসোটার কনসেনসাস ইলহান আবদুল্লাহ ওমরের মেয়ে ইরার হিরসিনহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নুহা ফুল কলারশিপ নিয়ে নিউরো সার্ভিসের তৃতীয় সেরিস্টারে পড়াশোনার পাশাপাশি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির করছেন। গ্রেপ্তার এড়াতে নুহা লুকিয়ে ছিলেন বলে উল্লেখ করেন তার বাবা।

তিনি আরো জানান, মেয়ে নুহা এবং তার সহপাঠীরা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় ইসরায়েলের ফাউ প্রত্যাশনের দাবি জানাচ্ছেন। তারা অবিলম্বে গাজার গণহত্যা বন্ধের দাবি জানাচ্ছেন। ইহুদি সম্প্রদায়ের অনেকও তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। মনির হোসেন বলেন, নুহা ও তার সঙ্গীরা ক্যাম্পাসে আন্দোলন চালিয়ে

## একশ বছরের মধ্যে

(৬-এর পৃ: পর) সালে আবার টানা কমছে। ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) ন্যাশনাল সেন্টার ফর লেথ স্ট্যাটিস্টিকসের (এনসিএইচএস) তথ্য অনুসারে, ২০২৩ সালে ৩৫ লাখ ৯৯ হাজার ৩২৮ শিশু জন্মেছে আমেরিকা। ২০২২ সালের চেয়ে তা ৭৬ হাজার জন অর্থাৎ ২ শতাংশ কম (সিডিসির তথ্য অনুযায়ী, ১৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সী মায়েরা প্রতি হাজারে সন্তান জন্ম দিয়েছেন ৫৪.৪ জন। অর্থাৎ ২০২০ সালে অর্থাৎ করোনা সংক্রমণে এই হার ছিল ৫৬। এই তুলনায় জন্মহার কমছে ৩ শতাংশ। ন্যাশনাল সেন্টার ফর লেথ স্ট্যাটিস্টিকসের পরিসংখ্যানবিদ এবং নতুন প্রতিবেদনের প্রধান লেখক ডাক্তার ব্র্যাড হ্যামিল্টন বলেছেন, 'অতীতেও জন্মহারে বড় পতন হয়েছে। তবে সেই পতনের সঙ্গে সাধারণ প্যাটার্নের একটা মিল ছিল।' নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২ ও ২০২৩ সালের মধ্যে বেশিরভাগ বয়সের মায়েরদের মধ্যে জন্মের হার কমছে। সাধারণভাবে ২০-৩৯ বছর বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে জন্মহার কমছে বেশি ২৫.৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সিডিসি থেকে প্রাপ্ত বর্ষশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরী মায়েরদের জন্মহার ৩% কম হাজারে ১৩.২ হয়েছে। যা গত ৩২ বছরের মধ্যে

রেকর্ড সর্বনিম্ন। ১৯৯১ সালের চেয়ে এই জন্মহার ৭৯ কম। এছাড়া ২০-২৪ বছর বয়সী মায়েরদের চেয়ে ৩০-৩২ বছর বয়সী মায়েরদের মধ্যে সন্তান ধারণের প্রবণতা বেড়েছে। ২০২৩ সালে ২০-২৪ বছর বয়সী মায়েরদের জন্মহার ছিল হাজারে ৯৫। যা রেকর্ড পরিমাণ (৫৫.৪) কমছে। তবে ১০-১৪ এবং ৪০-৪৯ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে জন্মহার অপরিবর্তিত রয়েছে। ৪০ এবং তার বেশি বয়সী মায়েরাই একমাত্র গোষ্ঠী যাদের জন্মহার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই বয়সী মায়েরদের সন্তান ধারণের প্রচেষ্টা থাকলেও প্রতি হাজারে জন্মহার ১৩ টিরও কম। এই হার অন্য যেকোনো বয়সের তুলনায় কম। গর্ভপাতের ফেডারেল অধিকার প্রত্যাখ্যারের মার্কিন মুখ্য কোর্টের ডবল সিদ্ধান্তের পরে দেখা গেছে, যেসব রাজ্যে গর্ভপাত নিষিদ্ধ করেন ২০২৩ সালে অন্য রাজ্যগুলোর চেয়ে জন্মহার ২.৩ শতাংশ বেশি। ফলে প্রত্যাশিত হার প্রায় ৩২,০০০ বেশি জন্ম হয়েছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে একদিক মাতৃমৃত্যুর হার বাড়ছে, অন্যদিকে সিভিলিয়ান ডেলিভারির হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে সিভিলিয়ান ডেলিভারির হার টানা চতুর্থ বছরের মতো ২০২৩ সালে ৩২.৮ শতাংশ বেড়েছে; আর কম ঝুঁকিপূর্ণ সিভিলিয়ান ডেলিভারির হার বেড়েছে ২৬.৬ শতাংশ। নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্মের হার ১০.৪১ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে।

## দশ বছর পর

(৭-এর পৃ: পর) বিকেলে মাকে বলেই শুক্রদের বাসায় গেলাম ও। শুক্র আর কয়েকদের বাসা পার হলেই ডানদিকের একটা সাপা একতলা বাড়ি। সেই বাড়ির এক তরতাজা তরুণ ওকে ভালোবেসেছিলো। সেই তরুণ কেমন আছে তা ওর খুব জানতে ইচ্ছে করে। শুক্রদের বাসা থেকে ও পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল।

সামনের গেটটা খোলাই ছিলো। গেট পেরোলেই ডানদিকের রুমটাই রুটির। আলতো হাতে দরজায় চাপ দিলো কথা। ঘরের মধ্যে বসে আছে রুটি। সন্ধে হয়ে এলেও আলো জ্বলে নি।

----- কে ?

আর কোন কথা বলতে পারলো না রুটি।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো কপার দিকে। অনেকক্ষণ পর শুধু বলল,

----- কথা, তুমি !

এগিয়ে গেলাম কথা।

----- কেমন আছে রুটি ?

প্রান হাসলো রুটি।

----- কেমন থাকার কথা !

----- জানি ভালো না। তবুও চেহারাটা এতো খারাপ হয়েছে কেন ?

----- হয়েছে বুঝি ?

----- কেন আনয়ন দেখ না নিজেকে ?

----- আয়না! কবেই তো ভুলে গেছি এসব কথা !

----- কেন ভুলেছ ?

----- তুমি জান না কেন ভুলেছি। যাক গে! কবে এসেছ ? কেমন আছে ?

কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে কপার। তবুও বলল,

----- এতো এলোমেলো কেন তোমার ঘর ?

----- কে শুইয়ে দেবে ?

----- গোছানোর কেউ নেই ?

----- শুইয়ে দেবার কথা ছিলো একজনের। কিন্তু-----

তাছাড়া জীবনটাই তো এলোমেলো হয়ে আছে। ঘরের দোষ দিয়ে আর লাভ কী !

----- বিয়ে করনি কেন ?

একটু সময় নিলো রুটি।

----- করতে তো চেয়েছিলাম।

----- অতীত তুলে লাভ কী! পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো রুটি কপার দিকে।

----- কথা কারো জীবনে অতীতই তো ভীষণভাবে বর্তমান। এই যেমন আমি! কথা বলো না তো তুমি কেমন আছে ? দাঁড়িয়ে বা আছে কেন! কাছে এসো। একটু বসো আমার পাশে!

সেই খেলাঘরের মতো।

----- তোমার পাশে আমি বসতে চাই রুটি! কিন্তু -----

----- কি কথা তা আমি জানি। আমার কথা ভেবেই তুমি সব মনে নিয়েছ। তোমার মা আমাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছে। এতটুকু তো আমার দুজনেই চেয়েছিলাম! কিন্তু এ সম্পদহীন বাঁচায় লাভ কী বসো! আসলে আমার কেউই তো আর বেঁচে নেই!

কথা বললো রুটির গা ঘেঁষে। রুটি আগের মতো জড়িয়ে ধরতে চেয়েও

নিজেকে সামালো। আসে কথায় কথায় জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে চাইতো। ভীষণ বেপরোয়া ছিলো!

সেই বেপরোয়া ছেলেটাই আজ নিশুহ।

কপা নিজের মাথাটা রুটির বুকের কাছ ধরে বলল,

----- খেলাঘরটা তো ভেঙে গেছে।

রুটি কিছুটা সময় চুপ করে রইলো।

----- কে বলেছে ভেঙেছে! আমার বুকের ভেতরে একটা দীপ আছে। সেই দীপে জ্বলে আছে খেলাঘর। আর জ্বলে আছে আমাদের ভালোবাসা। সে ঘরে যেমতো! থাকে তাকে আমি আদর করি সব সময়। আমার অভিজ্ঞতার সাথে সে লেপেছে থাকে। বুকের ভেতর হাজার পাখির অনুভব করে। মনে হয় পাখিরা গান গাইছে! কেউ উড়ে যায় নি-----ছেড়ে যায় নি আমাকে!

আমার পাখুরে মনটা থেকে বৃষ্টি ঝরে। আমি নিশু হই সে ধারায়।

একসাথে থাকব বলে আমার কথা দিয়েছিলাম। পরিষ্কৃতি হতে কথা রাখতে দেয় নি। কথা, জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে যা মানুষকে ধারিয়ে দেয়! তোমাকে পাব না যখন বুঝতে পারলাম তখন থেকে এলোমেলো হতে শুরু করলাম। তবে এ খ্যাতি ভাবতে ভালো লাগছে যে তোমার মনেও একটা দীপ আছে। যেখানে আমার বাস। তাই তো তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে আগের মতো! প্রেমের সার্থকতা তো এখানেই! আমাদের এ অদৃশ্য বন্ধন কি এতো সহজে ভেঙে ফেলা যাবে?

ইচ্ছেকে স্পর্শ করা যায় না কথা। অনেক সময় ইচ্ছে পরিষ্কৃতিও পায় না। তাতে কী! এই তো আমার বেশ আছি! প্রেমকে ক্ষয়টি হতে দেই না-----জানিয়ে রাখি বুকের মাঝে!

-----রুটি, তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার খুব কষ্ট হয়!

-----কষ্ট আমারও তো হয়!

-----আমি যদি সব ছেড়ে তোমার কাছে চলে আসি!

আবারও প্রান হাসলো রুটি।

-----তা হয় না কথা! তোমার যামী আছে, সন্তান আছে! ইচ্ছে করলেই সবকিছু করা যায় না!

তুমি ফিরে যাও।

আকাশের লাল নরম আলোটা মিইয়ে পড়েছে। কপার চোখে অব্যাহার ধারায় পানি পড়ছে। ওর